

 Sanatan Dharma

পূর্ণী ও জগন্নাথ

কতগুলি অমীমাংসতি রহস্য পুরী ও জগন্নাথ মন্দরিকটে ঘরিতে রয়েছে, যার আজ অবধি কোনও বাইঞ্চানকি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নি পুরী ও পুরীর জগন্নাথ মন্দরিকটে কন্দ্ৰ কৰতে আবৃত্তি হওয়া চৰি রহস্যাবৃত, সহে আটটি ঘটনা কী কী চলুন জনে নহি....।

১. পুরীর মন্দিরিতে মাথার উপর যে পতাকা রয়েছে সহে পতাকাটি সব সময় হাওয়ার বপিরীত দকিই উড়ত। কী কারণে এমনটা হয়, তার ব্যাখ্যা বজেঞ্চানকিরাও পাননি।
 ২. পুরীর মন্দিরিতে উপরে ২০ কজেটি জনরে একটি নীলচক্র রয়েছে। যটেটি পুরী শহরের যে কোন জায়গা থকেই দখে যায়। এত আড়াল আবড়াল সত্ত্বতে কীভাবে পুরীর যে কোন জায়গা থকেই সটেটি দখে যায়, তা নথিতে গভীর রহস্য রয়েছে?
 ৩. জগন্নাথ মন্দিরিতে মৌট চারটি দিরজার মধ্যে অন্যতম হলো সংহিদ্বার। দৃশ্যনার্থীরা সংহিদ্বারের আগে অবধি সমুদ্রের হাওয়ার শব্দ শুনতে পান। কনিতু যখনই তারা সংহিদ্বার পরে যিতে মন্দিরে প্রবশে করনে তখন আর তারা কোন শব্দ শুনতে পান না।
 ৪. পুরী মন্দিরিতে উপর দয়িতে কোন পাথকিই আজ অবধি উড়তে দখে যায় নি! এমনকি এই মন্দিরিতে উপর দয়িতে বমিান প্রয়ন্ত যায় না! কনে কী রহস্য এর পছন্দে তা জানা যায় নি। তবে ভক্তরা মনে করনে জগতের নাথ যনিতার উপর দয়িতে কারোর যাওয়া সম্ভব নয়, তাই এমনটা ঘটে।
 ৫. পুরীর জগন্নাথ মন্দিরিতে ছায়া দনিরে কোন সময়ই মাটিতে পড়তে না। এই নথিতে যুগ যুগ ধরে চলছে নানা তর্ক-বতির্ক, তবে সে তর্ক বতির্কের অবসান আজও হয় নি!
 ৬. বশিবরে যে কোন জায়গায় সকালবলোয় সমুদ্র থকে তীরের দকিই হাওয়া আসব। আর বকিলেবলো উপকূল থকে সমুদ্রের দকিই হওয়া যায়। কনিতু পুরীর সমুদ্রের ক্ষত্রে ঠকি তার উল্টো নথিমটা ঘটে। এই ঘটনা সত্যই এক বস্ময়!
 ৭. পুরীর আরও এক রহস্য হলো, এই মন্দিরিতে পাকশালা। এই মন্দিরিতে প্রসাদ কখনোই নষ্ট হয় না! রকের্ড অনুযায়ী, প্রতিদিন যত সংখ্যক পুণ্যার্থী আসুক না কনে, সকলেরই প্রসাদ থয়ে যান এখানে। পুণ্যার্থীর সংখ্যা ২ হাজার হোক অথবা ২০ হাজার, প্রসাদ কখনো শষে হয়ে যায় নি! কখনো এক ফোঁটা নষ্ট হয় নি! এ এক অদ্ভুত রহস্য!
 ৮. জগন্নাথ দবেরে বগিরহ মাটির বা ধাতুর দ্বারা নরিমতি নয়, তা এক বশিষ্ঠে কাঠ দ্বারা নরিমতি। কথতি আছে জগন্নাথ দবেরে নবকলবের যখন হয় তখন জগন্নাথ দবেরে পুরনো মূর্তি থকে ব্রহ্ম পদার্থ নামে একটি বস্তু নতুন মূর্তিতে স্থানান্তরিত হয়। এই ব্রহ্ম পদার্থ নামক বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপ কী তা পুরোহিতিরাও জাননে না, এই সময় পুরোহিতিরে চোখ বাঁধা থাকতে এবং হাত বাঁধা থাকতো বলা হয়। যে এই সময় কটে যদিচোখ খুলতে ব্রহ্ম পদার্থ নামক বস্তুটি দখে ফলেনে তাহলে অনকে বড় ক্ষতি হয়ে যাবৎ, এমনকিতার মৃত্যু অবধি হতে পারতো তাই কটেই এই সময় চোখ খুলার সাহস করনে না।।।

ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ (ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ) କେ କଲିଯୁଗରେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବଳା ହ୍ୟ।

প্ৰতি 12 বছৰ পৱ পৱ মহাপ্ৰভুৰ মূৰ্তি বদলানো হয়., সই সময় পুৱো পুৱী শহৱে কালো আউট হয়., অৱ্যাখ্যাৎ পুৱো শহৱে বাতিনিভিষ্যতে দণ্ডেষ্টা হয়., লাইট নভিানোৱ পৱ মন্দিৱ চত্ৰৰ ঘৰিতে ফলো হয়। সই সময় সজীৱপত্ৰিক, কড়ে মন্দিৱিতে যতেকে পাৱবতে না!

মন্দিৱৰে ভতিৱে ঘন অন্ধকাৰ, পুৱোহতিৱে চোখ বৈধে আছতে, পুৱোহতিৱে হাততে গ্লাভস আছতে, তনিপুৱানো মূৰ্তি থকেতে "ব্ৰহ্ম পদাৰ্থ" বৰে কৱতে নতুন মূৰ্তিৰ মধ্যতে ঢলেতে দনে। এই ব্ৰহ্ম পদাৰ্থ কী তা আজ প্ৰয়ন্ত কড়ে জানতে না। আজ প্ৰয়ন্ত কড়ে দথেনেতি হাজাৰ হাজাৰ

বছৰ ধৰতে এটি এক মূৰ্তি থকেতে অন্য প্ৰতিমা স্থানান্তৰতি হচ্ছতে।

এটি একটি অতপ্ৰাকৃত ব্ৰহ্ম পদাৰ্থটি ভগবান শ্ৰী কৃষ্ণৰে সাথতে সম্প্ৰকতি।

